প্রথম আলো'র ব্লাসফেমি - শিল্পীর দৌরাত্ম ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব

ফয়জুল হক, *fayzul_haque@sympatico.ca*

"অমুসলিম ড্যানিস সংবাদপত্রে মোহাম্মদ (সঃ)-কে ব্যঙ্গ করে কার্টুন প্রকাশিত হওয়ায় সারা বিশ্বের মুসলমান যদি ড্যানিস পণ্য বর্জন করতে পারে, ড্যানিস সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে ক্ষমা প্রার্থনায় বাধ্য করাতে পারে; সেই একই অপরাধে বিশ্ব মুসলিমরা তোমার দেশের পণ্য বর্জন করবে না কেন ? তোমাদেরকে সাহায্য প্রদান বন্ধ করবে না কেন ? সকল মুসলিম দেশ থেকে তোমাদেরকে বিতাড়িত করবে না কেন ?" মিডলইষ্টার্ন বংশোদ্ভূত টগবগে যুবক আব্দুল্লাহ (ছদ্ম নাম) আমার অফিসের একজন সহকর্মী রিস্ক এনালিষ্ট (Risk Analyst) যার রোষানলে পড়ে উল্লেখিত প্রশ্নগুলো গদগদ করে আমাকে গলাধকরণ করতে হয়েছে। তার রক্তচক্ষুর অগ্নিবানে আমি সহসাই ধরাশায়ী, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছি আর মনে হয়েছে দেশে যে লঙ্কাকান্ড হয়ে গেল তার জন্য একমাত্র আমিই দায়ী।

বিজ্ঞ পাঠক ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর '০৭ প্রথম আলো'র ম্যাগাজিন আলপিনে ও ২০০০-এ মোহাম্মদ (সঃ)-কে নিয়ে যে ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে তারই দু'একটি স্পর্শকাতর দিক নিয়ে আলোচনা করাই আজকের প্রয়াস। মোহাম্মদ (সঃ)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ কার্টুন অঙ্কনের গোড়াপত্তন হয় প্রথম ড্যানমার্কে। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে জাইল্যান্ড পোষ্ট (Jyllands Posten) নামক ড্যানিস পত্রিকাটি মহানবীর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করে। অতঃপর এই বছরের জুলাই মাসে সুইডেনের লার্স ভিল্কস্ (Lars Vilks) নামক চিত্রকর মহানবীর তিনটি চিত্রাঙ্কন করেন। ১৮ই আগষ্ট নেরিকেস আলেহান্দা নামক সুইডিশ একটি স্থানীয় পত্রিকা অবমাননাকর একটি চিত্র প্রকাশ করে। ২০০৫ সালের ড্যানমার্কের ঘটনাটি সারা বিশ্বকে উত্তাল করে তোলে। বিশ্বের সকল মুসলমান ড্যানিস পণ্য বর্জন করে এবং জানমালের অনেক ক্ষতি হয়। ড্যানমার্কের প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর এইবারই কোন আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে ড্যানমার্কের অর্থনীতির বারোটা বাজার কথা অকপটে স্বীকার করেন। প্রিয় পাঠক, ড্যানমার্ক, সুইডেন ও বাংলাদেশে - এই ব্লাসফেমি, শিল্পীর দৌরাত্ম বা সীমাবদ্ধতা এবং রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এবং দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

প্রথম আলোর ব্লাসফেমি (Blasphemy) ঃ প্রথম আলো'র সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান ঘটনার ভয়াবহতা অনুধাবন করেই সাথে সাথে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবের হাত ধরে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তার বিচক্ষনতা ও সুবুদ্ধি দেশে আরেকটি রক্তাক্ত পরিস্থিতিকে সামাল দিতে সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নাই। তবে যে ঘটনাটি ঘটে গেল তার পেছনে একটি দীর্ঘ পরিকল্পনার ছাপ যে রয়েছে তা অবস্থাদৃষ্টে অনুভূত হয়। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ড্যানমার্কের ঘটনাটি ঘটে। ২ বছর পর প্রথম আলোর শিল্পী একই মাসকে বেছে নেওয়ার পেছনে অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে আমল দেওয়া যায় না। ১৪/১৫ কোটি মুসলমান যে মাসে আত্ম বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত সেই মাসে এই ইমোশনকে আঘাত করে দুরভিসন্ধিকে প্রমাণিত করা হয়েছে। সুতরাং আর যাই হোক এটা যে অনিচ্ছাকৃত ভুল ছিল না তা অনেকাংশেই নিশ্চিত হওয়া যায়। মোহাম্মদ (সঃ)-কে অবমাননা করে চিত্রাঙ্কনের অপরাধকে আইনের ভাষায় ব্লাসফেমি বলা হয়। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ষষ্ঠ শতাব্দিতে ব্লাসফেমির শাস্তি মৃত্যুদন্ড বলে ঘোষনা করেছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মবিরোধীদের বিচারের নিমিত্তে ব্লাসফেমি আইন বলবৎ রয়েছে। বিগত ৪ বছর আগে বাংলাদেশে ব্লাসফেমি আমদানীর বিরোধীতা করে বিজ্ঞ আদালত এই আইন আমদানীর বিপক্ষে রায় দেয়, ধর্মবিরোধীদের জন্য দেশের প্রচলিত আইনই যথেষ্ট এই ছিল আদালতের ডিক্রী। অথচ আজ প্রশ্ন উঠছে ১৪/১৫ কোটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মোহাম্মদ (সঃ)-এর অবমাননা যারা করে তারা কি পক্ষান্তরে ব্লাসফেমি আমদানীর পক্ষের শক্তিকে উৎসাহিত করছে না ? প্রথম আলোর সম্পাদক বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী, বাম রাজনীতিতে অনেকেই বিশ্বাসী ছিলেন বা আছেন। বাম রাজনীতির সকল পথই যে নাস্তিকতাকে উসকে দেয়, অন্যের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করে বা অধর্ম লালন করে এমনটি নয়। প্রলেতাড়িয়েত গোষ্ঠীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে একটি অসাম্প্রদায়িক শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার স্বপ্ন দেখে বামঘেষা রাজনীতি তার অর্থ এটা নয় ধর্মকে আফিম বলে অধর্মের দিকে ধাবিত হওয়া, অন্যের আইডিওলজিতে আঘাত করে যশস্বী হওয়া। প্রথম আলো বিগত দিনগুলিতে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে ক্রেডিট পেয়ে আসছিল, প্রগতিশীল একটি সমাজ ব্যবস্থা গঠনে এর বিকল্প নেই। কিন্তু হুট করেই মনে হচ্ছে থলের বিড়াল বের হয়ে পড়েছে। প্রগতিশীল মানেই ধর্মহীনতা নয়; প্রগতিশীল মানেই ধর্মীয় মূল্যবোধকে চপেটাঘাত করে সামনে চলা নয়। উন্নত দেশগুলোর সেক্যুলার সোসাইটিতে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রগতিশীলতাকে বাধাগ্রস্থ করে নাই। তবে হ্যা, ধর্মান্ধতাকে জয় করতেই হবে, ধর্মান্ধতাই হচ্ছে ধর্মের সুফলের প্রধান অন্তরায়। আর সেই জয় আসতে পারে বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। তবে কখনই ব্লাসফেমি করে নয়। প্রথম আলোর ঘটনাকে ইস্যু করে ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো ফায়দা লুঠতে পারে, তবে তার জন্যতো দায়ী প্রথম আলোই। প্রথম আলোর সাথে সংশ্লিষ্ট যারা ব্লাসফেমির আশ্রয় নিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের উচিৎ ধর্মীয় জ্ঞানের সিদ্ধি লাভ করা। যে মহামানবের পদাঙ্ক ধরে হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ সত্যের সন্ধানে ছুটে চলেছে তাঁকে কটাক্ষ করার আগে তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা খুবই প্রয়োজন।

শিল্পীর সীমাবদ্ধতা ঃ এই বিশ্বভ্রহ্মান্ডে সবকিছুরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শিল্পী, কবি, সাংবাদিক-সাহিত্যিকের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শিল্পীর তুলিতে রং লাগে তখন সৃষ্টি হয় অমূল্য রত্ন মোনালিসা, গুয়ার্নিকা, বাঘা বাঙালির বিজয় গাঁথা। সাংবাদিকের লেখনিতে যখন অশ্রু ঝরে তখন সৃষ্টি হয় মানব ইতিতহাসের কলঙ্কময় অধ্যায়, সাহিত্যিকের অন্তরে যখন রং লাগে সৃষ্টি হয় সৃষ্টির রহস্য। এইসবেরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে - শিল্পী তার কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করেন, সৃষ্টি হয় মানব কল্যাণের উপঢৌকন কিন্তু মানবের অন্তরের ভালোবাসা হরণ করার অধিকার শিল্পী রাখেন না। মানুষের অন্তরে প্রোথিত যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের গালে চপেটাঘাতের অধিকার শিল্পীর নাই। যে সভ্যতার উপর ভিত্তি করে হাজার হাজার বৎসর মানুষ তার সমাজ ব্যবস্থাকে সাজিয়েছে সেই সভ্যতার কটাক্ষ করে যে সৃষ্টি হয় সেটা আর সৃষ্টি থাকে না, তখন সেটা অপসৃষ্টি হয় - শিল্পীর মৃত্যু ঘটে। প্রিয় পাঠক, বৎসর চারেক আগে ভারতের খ্যাতনামা শিল্পী ফিদা হুসেন দেবী স্বরস্বতীর উলঙ্গ মূর্তি অংকন করে পুরো ভারতকে উত্তাল করে তুলেছিলেন। ৫০/৫৫ কোটি মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে যে মাটির মূর্তিকে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করে আসছে সেই দেবীর অবমাননা করা কোন শিল্পীর স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে না। ৫০/৫৫ কোটি মানুষের অন্তরের বিশ্বাসকে আঘাত করার অধিকার ফিদা হুসেনের নেই, এটা শিল্পকর্মের স্বাধীনতার ডেফিনেশনে সিদ্ধ নয়, এটাকে সৃষ্টি হিসাবে মেনে নেয়া যায় না; যে সৃষ্টি মানুষকে ব্যাথিত করে, সেটা অপসৃষ্টি। একইভাবে লেখক বা সাহিত্যিকের কলমেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাহিত্যিকের লেখনি যখন মানব কল্যানের বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত হয়, মানুষের বিশ্বাসকে কষাঘাত করে তখন সাহিত্যিক বা লেখকের মৃত্যু ঘটে। ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে হয় তাদের আশ্রয়। উদাহরণস্বরুপ দেখুন, তসলিমা নাসরিন আজ স্বঘোষিত পতিতা, সালমান রুশদী আজ পৃথিবীতেই জাহান্নামবাসী। ড্যানমার্ক, সুইডেন আর বাংলাদেশের শিল্পীরা কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরে যে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে তা শিল্পকর্ম নয়, এটা হচ্ছে অবিমৃষ্যকারীতা। এদের আস্তাকুঁড়ে যাবার ইতিহাস অচিরেই রচিত হবে। কোন মহামানবের বিরোধিতা করে, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করে কোনদিনই শিল্পীর মর্যাদা অর্জন করা যায় না। পৃথিবীতে মানুষ ব্লাসফেমি আইন তৈরী করেছে ধর্মবিরোধী বিচারের জন্য। কিন্তু পবিত্র কোরানে ব্লাসফেমিকারীদের খোদা নিজ হাতে বিচার করার কথা ঘোষনা করেছেন। সুতরাং মোহাম্মদ (সঃ)-এর অবমাননাকারী শিল্পী নামের অবিমৃষ্যকারীদের বিচার আপনাআপনিই আসবে। ওরা "সীমালঙ্ঘনকারী", সমাজ ওদের পরিত্যাগ করবেই।

রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব ঃ রাষ্ট্র তার আভ্যন্তরিন দায়িত্ব পালনে কার্টুনিষ্টকে গ্রেফতার করেছে, বিতর্কিত লেখক দাউদ হায়দারের লিখা সম্বলিত ২০০০ ম্যাগাজিনের ২টি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করেছে, আলপিন বাজেয়াপ্ত করেছে। জনাব মতিউর রহমানসহ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাসী বা ধর্মের ধার ধারেন না তাদের কাছে ১৪/১৫ কোটি মানুষ কোনদিনও ধর্মের দাওয়াত নিয়ে আসা বা আইডিওলজিতে আঘাতের পদক্ষেপ নেয় নাই অথচ উল্টো ১৪/১৫ কোটি মানুষের আইডিওলজিতে মাত্র ক'জন মানুষের গলিত লাভা ঢেলে দেওয়ার যে অপরাধ সেই অপরাধের সঠিক বিচারকরণে রাষ্ট্র যদি ব্যর্থ হয়, তার পরিণাম ভাল হবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই ব্লাসফেমি আইন আমদানীকরণে উৎসাহিত করবে বৈকি। এতো গেলো রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন দায়িত্ব। মুসলমানতো শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে মুসলমান। ড্যানমার্কের ঘটনা যদি বিশ্বে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে, তবে বাংলাদেশের ঘটনা কি তার থেকে কম যাবে ? রাষ্ট্রের তড়িৎ পদক্ষেপ এবং গরীব দেশ বলে সহানুভূতির অজুহাতে হয়ত অন্যান্য দেশের মুসলমানরা রাস্তায় নেমে আসে নাই কিন্তু আমার অফিসের সহকর্মী আব্দুল্লাহর প্রতি বাংলাদেশের সরকারের কি কোন দায়িত্ব নেই ? প্রথম আলো'র ব্লাসফেমি পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরে কি আঘাত আনে নাই ? একটি নীরব ব্যাকলেস যে ঘটবে না তাকি বাংলাদেশ সরকার হলফ করে বলতে পারবে ? কানাডার মতো একটি অমুসলিম দেশে বসে যদি আমাকে আব্দুল্লাহর মুখোমুখি হতে হয়েছে, তখন মুসলিম দেশগুলোর আভ্যন্তরিন অবস্থা কি ? প্রতিটি প্রবাসী বাঙালি এই ঘটনায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পীড়ন অনুভব করবে তাতে সন্দেহ নাই। আর এই অর্থনৈতিক পীড়নের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে দেশের অর্থনীতি, প্রবাসীদের রেমিট্যান্স আর দেশের ভবিষ্যত। তাহলে কি এই ব্লাসফেমির সাথে সংশ্লিষ্টরা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দেশকে এক ঘরে করে দেওয়ার এক মারাত্মক পরিকল্পনা নিয়েই মাঠে নেমেছিলো ? ড্যানমার্কের মতো উন্নত বিশ্বের একটি দেশ যখন এই দখল সামাল দিতে হিমশিম খেয়েছে তখন বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের অবস্থা কি হতো ? আল্লাহর অশেষ রহমতে হয়ত পৃথিবী উত্তাল হয়ে উঠে নাই কিন্তু নীরব ব্যাকলেস ঠেকাবে কে ? উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, পূর্ব ঘোষনা ছাড়াই গেল সপ্তাহে মালয়েশিয়া বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানী আবারো বন্ধ করে দিয়েছে। মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ মিশন থেকে এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে যথার্থ কোন কারণ জানা যায়নি। এটা কি প্রথম আলো'র ঘটনারই ব্যাকলেস ? বাংলাদেশ সরকারকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে নেওয়া সরকারের পদক্ষেপ বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছে তুলে ধরতে হবে, আব্দুল্লাহর মতো কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরের ব্যাথা দূরীকরণে আন্তর্জাতিক মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত আর কোন পন্থা খোলা নেই। একটি নীরব অর্থনৈতিক চাপের হাত থেকে দেশকে বাচানোর জন্য সরকার এবং প্রবাসে দেশের মিশনগুলোকে এক্ষুনি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

প্রিয় পাঠক, দেশ ও প্রবাসের অনেকের কাছেই হয়তো আমার আজকের লিখাটি বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক করবে। আমি শুধু একটি ঘটনার মূলে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এতোবড় ঘটনার পরও ১৪/১৫ কোটি মানুষ যে ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্য আমরা গর্বিত। পবিত্র ধৈর্য্যের মাসে ধৈর্য্যের পরিচয় দেবে মুসলমানরা এটাইতো ইসলামের মূলমন্ত্র। দেশের মানুষ অপরাধীর ক্ষমা প্রার্থনাকে গ্রহন করেছেন, এটাইতো ইসলামের শিক্ষা। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্য্যের বিকল্প নাই। একটি অস্থিতিশীল অধৈর্য্য জাতি হিসাবে আমাদের যে পরিচিতি হয়েছে তাকে ঘোচাতে হবে। যারা ব্লাসফেমি করে, যারা রাস্তায় গাড়ী জ্বালায়, রাজনীতির নামে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় তাদের সকলের জন্যই ইসলাম কঠোর নির্দেশ জারি করেছে। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কোরানে হুশিয়ারী করে বলেছেন, "তোমরা বেশী বাড়াবাড়ি করিও না, বাড়াবাড়ি করাকে তোমাদের খোদা পছন্দ করেন না।" এই বাড়াবাড়ি করে পৃথিবীর অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের বাড়াবাড়ি করা মানায় না। যে জাতি Pregnant with poverty, সে জাতির এতো ঔদ্ধত্য থাকা ঠিক নয়। ধর্ম মনের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়, যারা ধর্ম মানেন না বা মানতে পারেন না তাদেরও নিজস্ব গন্ডীতে অবস্থান করা বুদ্ধির পরিচায়ক। অন্যের বিশ্বাসে আঘাত করে নিজের অধর্মকে জাহির করার পরিণাম হয় ইতিতহাসের আস্তাকুঁড়ে। আমাদের সকলের শুভবুদ্ধি হউক এটাই কামনা রইল ॥